REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার [illegible] আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার [illegible] আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে।

বড় বড় বিজ্ঞাপনের জন্য কার্য্যাধ্যক্ষ [illegible] পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। [illegible] বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু [illegible] বিজ্ঞাপনদাতাদের [illegible] বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর।

৬ষ্ঠ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৪শে ভাদ্র বুধবার ১৩২৬ ইংরাজী 10th September 1919. | ১৪শ সংখ্যা।

সর্ব্বগুণে বিশ্ববিজয়ী—

কেশরঞ্জন তৈল।

গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।/০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	৷/০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস কেমিক্যাল সোসাইটী, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এণ্ড সোসাইটী, ও লণ্ডন সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। **আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন।**

আজ কাল ভাল ঔষধের 'ভেল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। এই সকল অসার ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি—প্রস্রাবের জ্বালা [illegible] প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হওয়া মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পূঁজ যুক্ত খড়িগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, জ্বরভাব, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত-পা-গা টাটান, গাঁট কন্ কন্ করা কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনায় এমন কি প্রস্রাবের বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি। হিলিংবাম যে কত শত সহস্র প্রশংসা পত্র পাইয়াছে তাহা গুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন।

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস—পি, এস, ডি—এস, এস, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) মেজর এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি, এস; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এস, গুসং এম, ডি; (৭) আর মলিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, ফারমা, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি, সি, বেজবড়ুয়া; এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, জি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২৷০; ছোট শিশি ১৸০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

প্রতিযোগিতার ফলে
[নন্দ]লাল পালের রঘুনাথগঞ্জ ঔষধালয়ে
[সো]ডা লেমনেডের
হরির লুট !
সোডা প্রতি বড় বোতল
এক পয়সা ।
লিমনেড, জিন্‌জারেড, রোজেট, অরেন্‌জেড পাইন-এপল, আইসক্রিম সোডা প্রভৃতি সুমিষ্ট জল প্রতি বড় বোতল
দুই পয়সা মাত্র ।
সস্তা বলিয়া জিনিস খারাপ করা হয় নাই। পূর্ব্ববৎ প্রণালীতে পূর্ব্ববৎ মসলা দিয়া প্রস্তুত হইতেছে ।
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র পাল,
রঘুনাথগঞ্জ ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ ।

২৪এ ভাদ্র বুধবার, ১৩২৬ সাল ।

দুরাশা ।

আমরা মনে করিয়াছিলাম—এবারে এতদঞ্চলে প্রচুর ভাদুই ধান্য জন্মিবে। তজ্জন্য আশা করিয়াছিলাম যে ভাদুই উঠিলে চাউলের দর কিছু সস্তা হইবে। কিন্তু সে আশা বৃথা পোষণ করিয়াছিলাম। ভাদুই চাউল টাকায় /৫৸ পৌনে ছয় সেরের বেশী হইল না। এক্ষণে হৈমন্তিক ধান্যের গাছ পাত দেখিয়া অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে সস্তার আশা করিতেছি। তাহাও যে এই প্রকার ফলবতী হইবে না তাহা কে বলিবে? তবে কি এই /৪ সের /৫ সের চাউল কিনিয়া খাইতে হইবে? ভরসা ভগবান।

বন্যা ।

বন্যার জল কমিতে কমিতে আবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এবারে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বেশী জল বাড়িয়াছে। বন্যার জলে ধান্য ডুবাইয়া যে মন্দ করিয়াছে তাহা ত খণ্ডিবার উপায় নাই। এক্ষণে যদ্যপি এই জল কিছু দিন এই অবস্থায় থাকে তাহা হইলে জমিতে পলি পড়িয়া জমির উর্ব্বরতা কিছু বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ব্যাধি ।

কিছুদিন পূর্ব্বে রোগ ব্যাধি বড় ছিল না। ক্বচিৎ দুই একটী নিউমোনিয়া বা ইনফ্লুয়েঞ্জার রোগী দেখা যাইত। বিগত ২।১ সপ্তাহের মধ্যে অনেকেরই জ্বর দেখা দিয়াছে। এই জ্বর ম্যালেরিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। পা ফোলা বেরীবেরী ও পেটের অসুখ দেখা দিয়াছে।

মশক পরীক্ষা ।

বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে জনৈক মান্দ্রাজী ভদ্রলোক মশক ও জল পরীক্ষার্থ জঙ্গিপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুরের পুকুর ডোবাগুলি পরীক্ষা করিয়া তিনি অধিকাংশগুলিতেই মশকএর ডিম্ব পাইয়াছেন। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি দেখিয়াছেন এই সকল ডিম্ব ম্যালেরিয়ার জনক "এনোফিলিস" জাতীয় মশকের। জঙ্গিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের পুষ্করিণীটিতে এই ডিম্ব অধিক পরিলক্ষিত হইতেছে। কেরোসিন তৈল ঢালিলে এই সকল মশার বুনিয়াদ মারা যায়। অত কেরোসিন কোথা পাওয়া যাইবে? সরকার যদি কেরোসিন প্রয়োগ করিয়া মানবের এই মহাশত্রু বিনাশ করেন তবেই নচেৎ প্রজার সাধ্য নাই।

রঘুনাথগঞ্জ গরুর খোঁয়াড় ।

এই খোঁয়াড়ে যে সমস্ত অপরাধী গো-ছাগাদি আবদ্ধ রাখা হয়, তাহাদের মালিকগণ উহাদিগকে খালাস করিয়া না লইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কাদায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়।

উকিলে উকিলে হাতাহাতি ।

গতপূর্ব্ব সোমবার শ্রীরামপুরের প্রথম মুন্সেফের এজলাসে এক মামলার সম্পর্কে বাবু বি, সি, গোস্বামী ও বাবু এইচ, ডি, বসু এই দুই উকিলের তর্ক বাধে। তর্ক ক্রমে গালাগালিতে ও শেষে হাতাহাতিতে পরিণত হয়। অবশেষে আদালতের অন্যান্য কর্ম্মচারী মাঝে পড়িয়া [illegible]দের মারামারি থামাইয়া দেন। তৎক্ষণাৎ উকিলদ্বয়ের দশ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়া গিয়াছে।

চাউল রপ্তানি বন্ধ ।

অতিরিক্ত রপ্তানির জন্য বহরমপুরে চাউলের দরত চড়িয়াছিলই এমন কি বাজারে চাউল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। স্থানীয় কতিপয় সহৃদয় ভদ্রলোক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গিয়া প্রতিকার প্রার্থী হইয়াছিলেন। ফলে সাহেব বাহাদুর বহরমপুরে ঢোল সহরত দ্বারা রপ্তানি বন্ধের আদেশ দেন। কেহ এই আইন অমান্য করিলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। আমাদের জঙ্গিপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ও উক্ত আদেশ প্রচার করিয়াছেন। আজ দুই তিন দিন হইতে চাউল এক আধ পোয়া সস্তা হইয়াছে।

পরলোকে কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন ।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ স্বনামধন্য কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় গত শুক্রবার রাত্রিকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা কবিরাজ মহাশয়ের এই অকস্মাৎ মৃত্যুতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। কবিরাজ মহাশয়ের সহিত যিনি একবার পরিচিত হইয়াছেন তিনিই তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও ভদ্র[তা] ভুলিতে পারিবেন না। আমরা কবিরাজ মহাশয়ের গুণের কথা জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না। কলিকাতা সহরে কে কাহার খবর রাখে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল। কবিরাজ মহাশয় আমাদের সে ধারণা নষ্ট করিয়াছিলেন। আমরা যখন কলিকাতায় গিয়াছি তখনই তাঁহার জুলুমে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। অন্য কোথাও থাকলে তিনি রাগ করিতেন। একটু রুগ্ন দেখিলে অযাচিত ভাবে বিনামূল্যে ঔষধ দিয়া পরমাত্মীয়ের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন নিঃস্বার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী হারাইলাম। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করি। ভগবান তাঁহার পূত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন। আর তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ শক্তি পদকে দীর্ঘজীবী করিয়া পিতার সুনাম সুযশ বজায় রাখিতে শক্তিদান করুন আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

জঙ্গিপুরে সেটেলমেণ্ট অফিস ।

পদ্মার ধারে কালীতলা গ্রামে রাজসাহী সেটেলমেণ্টের ক্যাম্প বসিয়াছিল। অতিরিক্ত বন্যার জন্য কালীতলা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি ডুবিয়া যাওয়ায় উক্ত ক্যাম্প রঘুনাথগঞ্জে উঠিয়া আসিয়াছে। প্রজাগণ এক্ষণে পরচা ইত্যাদি রঘুনাথগঞ্জে পাইবেন।

বস্ত্র না অস্ত্র ?

—০—

"দুর্ভিক্ষমল্পং স্মরণং চিরায়ুঃ"

কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। লড়াইও আরম্ভ হইল। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলিও অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিল। যুদ্ধ থামিল কিন্তু জিনিষের মূল্য নামিল কৈ? বিলাস দ্রব্যাদি যত মহার্ঘ হয় দেশের তত মঙ্গল; কারণ সাধারণ লোকে বাজে পয়সা ব্যয় করিতে পারে না। কিন্তু সাধারণ লোকের আবশ্যকীয় অন্নবস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইলে আর উপায় থাকে না। অন্নের জন্য হাহাকার ত উঠিয়াছে। যুদ্ধ থামিলে কাপড় সস্তা হইবে বলিয়া বড় আশা হইয়াছিল। কিন্তু কাপড়ের বাজার যে আগুন সেই আগুন। আমাদের মত সামান্য গৃহস্থের পক্ষে বস্ত্র অস্ত্রবৎ ধার বিশিষ্ট হইয়া আছে। অস্ত্রের ধার দেখিয়া যেমন তাহার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না তেমনি আমাদের বস্ত্রের ধার ও সাংঘাতিক হইতে চলিল। বস্ত্রের দোকানে সাবেক ধার ত আছেই আবার নূতন ধারে গলা না কাটে।

দুইটী বালিকা জলমগ্ন।

—০—

জেলা মুর্শিদাবাদ থানা সুতীর অন্তর্গত ফরিদপুরের রোহিণীনন্দন দাসের কন্যা শৈলবালা, ও কৃষ্ণলাল দাসের নববিবাহিতা পত্নী সিন্ধুবাসনী, বয়ক্রম যথাক্রমে ৮।৯ বৎসর উভয়ে বিগত ১৬ই ভাদ্র মঙ্গলবার বেলা ১২টার সময়ে তত্রস্থ জমিদার যদুনন্দন বাবুর বাটীর পশ্চিম ধারের পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে স্নান করিতে নামিয়া জলমগ্ন হয়। সে সময়ে অন্য কেহ ছিল না, সুতরাং কি প্রকারে ডুবিল কেহই তাহা জানে না। স্নান করিতে গিয়া বিলম্ব দেখিয়া তাহাদের বাটীর লোকের অনুসন্ধানে ৫।৭ জন লোক জলে নামিয়া ৬।৭ হাত জলের নিচে হইতে প্রথমে শৈলবালার শব দেহ উত্তোলন পুর্ব্বক জীবিতাশায় নানারূপ প্রতিকার করিতে লাগিল। তাহার প্রায় ১৫।২০ মিনিট পরে সিন্ধুবাসিনীর মাতা চীৎকার করিয়া কান্দিয়া বলিল "আমার সিন্ধুও শৈলর সঙ্গে স্নান করিতে আসিয়াছিল, সম্ভব আমার মেয়েও ডুবিয়া আছে," তাহার আর্ত্তনাদে কয়েকজন লোক তাড়াতাড়ি পুনরায় জলে নামিয়া তল্লাস করিয়া প্রায় ১০ ১২ হাত জলের তলা হইতে সিন্ধুর মৃত দেহ উপরে তুলিয়া পুনর্জীবনে চেষ্টিত হইল, কিন্তু কোনটীরই চৈতন্যদয় হইল না।

স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু যদুনন্দন দাস মহাশয় এ বিষয়ে সাতিশয় সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন, ডাক্তার প্রভৃতি আনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

সহৃদয় হেড মাষ্টার।

—০—

ঢাকার "ইষ্ট বেঙ্গল ইনষ্টীটিউশন" নামক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু প্রীশ চন্দ্র রায় এই ঘোর জীবন সংগ্রামের দিনে অল্প বেতন-ভোগী নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকগণের বেতন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া দিবার নিমিত্ত স্কুলের সেক্রেটারী বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। স্কুলের তহবিলের অসচ্ছলতার কথা উল্লেখ করতঃ সেক্রেটরী বাবু হেড মষ্টার মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে অল্প বেতনভোগী শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধ করিতে অসম্মত হন। সহৃদয় হেড মাষ্টার বাবু কিন্তু ইহাতে চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না—তিনি সেক্রেটারী বাবুকে বলেন যে, যে পর্য্যন্ত চাউলের মুল্য কিঞ্চিৎ হ্রাস না হইবে সেই পর্য্যন্ত তিনি যেন তাঁহার মাসিক বেতন এক শত পঁচিশ টাকার মধ্য হইতে প্রতি মাসে পঁচিশ টাকা করিয়া লইয়া অল্প বেতনভোগী শিক্ষকদের মধ্যে তাহা বিতরণ করেন। ইহাকেই বলে আশ্রিত প্রতিপালক। এই সহৃদয় ব্যক্তির দৃষ্টান্ত প্রত্যেক বিভাগের উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অনুকরণীয় সন্দেহ নাই।

নারীর দুর্দ্দশা।

—০—

১৭ই ভাদ্রের ত্রিপুরা হিতৈষীতে প্রকাশ—ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এলাকায় রিলিফ ফণ্ড হইতে জেনানা খাল নামে একটী খাল কাটা হইয়াছে। এই খাল কেবল স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা কাটা হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম জেনানা খাল। মান্যবর কামিং সাহেব ও বিভাগীয় কামশনার শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহোদয় যখন ঐ খালে পরিদর্শন করিতে গমন করেন তখন যাহারা খাল কাটিতেছিল তাহারা তাঁহাদিগকে দেখিয়া বহুদূরে মাটিতে উপুড় হইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। অপরিচিত লোকের সম্মুখে লোজা হইয়া দাঁড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করিতে পারে, এমন পোষাক তাহাদের ছিল না। এই দৃশ্য দেখিয়া ইহাঁরা এতদূর বিচলিত হইয়াছিলেন যে, কামিং সাহেব কলিকাতা যাইয়াই ৪ গাঁইট কাপড় বিতরণের নিমিত্ত পাঠাইয়া দেন। আমাদের এখানেও এরূপ দৃশ্য বিরল নহে।

মৎস্য ধরিবার পাশ।

রঘুনাথগঞ্জের ম্যাকেঞ্জি পার্কের পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরিতে ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ছিপ বা তগীর জন্য অগ্রিম দুই টাকা আমার নিকট দিলে আগামী মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত পাশ পাইবেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়,
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী ডিস্পেন্সারী।

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থান-চ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৷৷৵০

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নবিকার প্রভৃতি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৷৵০

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১৷৵

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৷৵০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯ নং কলটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

[আতঙ্ক]নিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;

চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

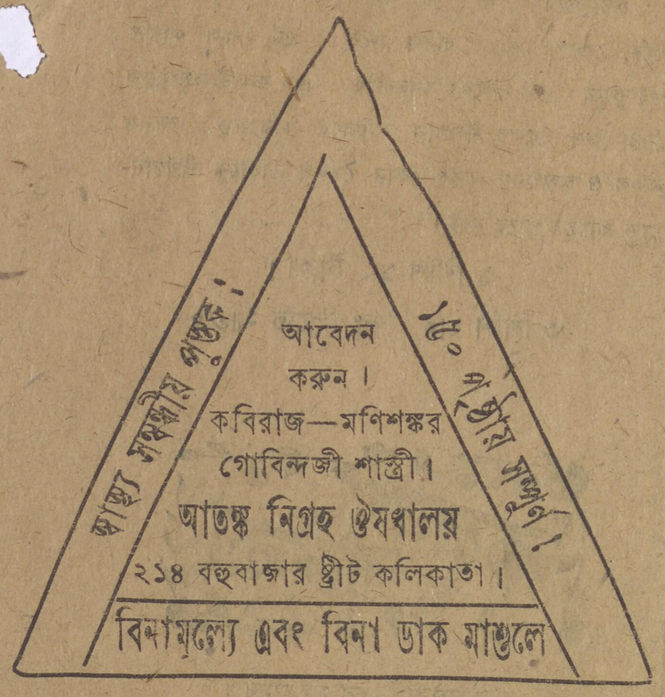

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক! ১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ!

আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু ২—স্বাস্থ্য ৩—শক্তি	এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে।

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পারপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

অতি সস্তার

কুহকে মজিয়া স্বাস্থ্য ও অর্থ নষ্ট করিবার পূর্ব্বে আমাদের বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ব্যবহার করুন। শ্বাস কাসের মহৌষধ চ্যবনপ্রাশ /১ সের ৬৲ সাধারণ মকরধ্বজ ১ ভরি ৮৲ হিন্দুলোত্থ পারদযোগে প্রস্তুত মকরধ্বজ ১ ভরি ১৬৲ ধাতুদৌর্ব্বল্য অগ্নিমান্দ্য ও সুতিকায় "জীবনীয় রসায়ন" ইহা অল্পমেধ ছাত্র, প্রসুতি ও দুর্ব্বলের একমাত্র সহায়। মূল্য ২০ মাত্রা ১ শিশি ১৲ হাঁপানীর "বাসারিষ্ট ও কনকাসব" ১ মাত্রা সেবনেই হাঁপ কষ্ট কমিবে। মূল্য ১ শিশি ৸৹ ও ॥৹ আনা। প্রদরের অশোকারিষ্ট, ক্ষয় ও কাসের দ্রাক্ষারিষ্ট, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, উপদংশ ও সকলপ্রকার রক্ত দুষ্টির অনন্তারিষ্ট ১ বোতল ১॥৹ প্রমেহের চন্দনারিষ্ট ও চন্দনাদি চূর্ণ ১ দিনেই জ্বালা যন্ত্রণা ও পূয নির্গমন কমিবে। একত্রে ১৪ দিন সেবনোপযোগী ২৲ অগ্নিমান্দ্যে ভাস্কর লবণ /৹ ছটাক ॥৵৹ অগ্নিমান্দ্যে গঙ্গাধরী পাচক ১ কৌটা ১৫ বটী।৹ ইহা অগ্নিবর্দ্ধক অরুচি নাশক। কোষ্ঠ বদ্ধে গঙ্গাধরী রেচক বা দ্রাক্ষাদি ১ কৌটা ৯ বটী।/৹ ইহাতে আমবাত, কোমরের ব্যথা, পুরাতন জ্বর, গুল্ম ও শূল প্রভৃতি আরোগ্য হয়। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সেবনে সকালে কোষ্ঠ শুদ্ধ হয়। দন্ত মঞ্জন ১ কৌটা ৵৹। দাদের মলম ১ কৌটা।৹ আনা। অন্যান্য ঔষধ ও জারিত ধাতু দ্রব্য সুবিধা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পাইকার ও ছাত্রদিগকে সুবিধায় দেওয়া হয়।

সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন মহাশয়ের ভাগিনেয়
ও ছাত্র আয়ুর্ব্বেদীয় পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ পদকপ্রাপ্ত
কবিরাজ শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত কবিরঞ্জন, গয়া।

আমাদের নিকট চাঁদী, সোনা গিনি উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে।
জঙ্গিপুর সাহেব বাজার (মুর্শিদাবাদ)

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কন্যের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৵৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।/৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্ রোজ।

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥৹ আট আনা, মাশুলাদি।৵৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দূর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় [illegible] করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভুষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের
সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵৹ দশ আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ